সৃজনশীল বহুনির্বাচনি অংশ

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর: ২০১৭-২০১৫

বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা উত্তর বুঝতে সহায়ক হবে।

৬৩. ঢাকা বোর্ড-২০১৭

১	K	২	L	৩	N	৪	N	৫	L	৬	K	৭	L	৮	M	৯	K	১০	N	১১	K	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	K
১৬	L	১৭	K	১৮	L	১৯	K	২০	M	২১	L	২২	M	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	N	২৭	M	২৮	K	২৯	N	৩০	K

eÅvLÅv : ৫. একক প্রতি অনুদানপ্রাপ্ত= একক প্রতি বিক্রয়মূল্য - এককপ্রতি বিক্রয় পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৫০ - ২০ টাকা = ৩০ টাকা

৬. সমচ্ছেদ বিক্রয়ের পরিমাণ : সমচ্ছেদ বিক্রয় (একক) = $\frac{\text{স্থায়ী খরচ}}{\text{অনুদান প্রাপ্ত}} = \frac{১,৮০,০০০}{৩০}$ = ৬,০০০ একক

সমচ্ছেদ বিক্রয় (টাকা) = সমচ্ছেদ একক× একক প্রতি বিক্রয়মূল্য = ৬,০০০× ৫০ টাকা = ৩,০০,০০০ টাকা

৭. মুনাফা = বিক্রয়ের পরিমাণ - স্থায়ী ব্যয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৫,০০,০০০ - ১,৮০,০০০ - ২,০০,০০০ = ১,২০,০০০ টাকা

পরিবর্তনশীল ব্যয়: বিক্রয় একক = $\frac{\text{বিক্রয়ের পরিমাণ}}{\text{একক প্রতি বিক্রয়মূল্য}} = \frac{৫,০০,০০০}{৫০}$ = ১০,০০০ একক

পরিবর্তনশীল ব্যয় = ১০,০০০× ২০ টাকা = ২,০০,০০০ টাকা

১১. নিট ক্রয় = ক্রয় - ক্রয় ফেরত - ক্রয় বাট্টা = ১,৮০,০০০ - ৫,০০০ - ২,০০০ = ১,৭৩,০০০ টাকা

১২. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + নিট ক্রয় - সমাপনী মজুদ = ৩০,০০০ + ১,৭৩,০০০ - ২০,০০০ = ১,৮৩,০০০ টাকা

১৩. মোট লাভ = নিট বিক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ২,৮৯,০০০ - ১,৮৩,০০০ = ১,০৬,০০০ টাকা

নিট বিক্রয় = ৩,০০,০০০ - ৭,০০০ - ৪,০০০ = ২,৮৯,০০০ টাকা

১৮. মোট লাভের হার = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৮০,০০০}{২,০০,০০০} \times ১০০ = ৪০\%$

১৯. নিট লাভের হার = $\frac{\text{নিট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৩০,০০০}{২,০০,০০০} \times ১০০ = ১৫\%$

২১. এখানে প্রদত্ত অনুপাত = $\frac{১}{২} : \frac{১}{৩} : \frac{১}{৬} = \frac{১}{২} \times ৬ : \frac{১}{৩} \times ৬ : \frac{১}{৬} \times ৬$ = ৩ : ২ : ১

∴ ২য় অংশীদারের মুনাফা = $\left(৯০,০০০ \times \frac{২}{৬}\right)$ = ৩০,০০০ টাকা

২৪. বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ = প্রারম্ভিক মজুদ + উৎপাদন - সমাপনী মজুদ = (৫০০ + ১০,০০০ - ২,০০০) একক = ৮,৫০০ একক

২৫. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = প্রারম্ভিক মজুদ + উৎপাদন - সমাপনী মজুদ = ৪৫০০ + ১,১০,০০০ - (২০০০ একক× ১১) = ৯২,৫০০ টাকা

মুনাফা= বিক্রয় মূল্য - বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (১,১৫,৬২৫ - ৯২,৫০০) টাকা = ২৩,১২৫ টাকা

∴ মুনাফার হার = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{বিক্রয়মূল্য}} \times ১০০ = \frac{২৩,১২৫}{১,১৫,৬২৫} \times ১০০ = ২০\%$

∴ মুনাফার হার বিক্রয়ের ২০%

৬৪. ঢাকা বোর্ড-২০১৬

১	K	২	M	৩	L	৪	K	৫	K	৬	M	৭	L	৮	N	৯	L	১০	M	১১	N	১২	M	১৩	L	১৪	L	১৫	K	১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	K	২০	K
২১	N	২২	K	২৩	L	২৪	K	২৫	N	২৬	M	২৭	M	২৮	K	২৯	L	৩০	K	৩১	M	৩২	K	৩৩	M	৩৪	L	৩৫	M	৩৬	L	৩৭	M	৩৮	L	৩৯	M	৪০	N

eÅvLÅv : ৩. সমচ্ছেদ বিন্দু (একক) = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি অনুদান প্রাপ্ত}} = \frac{৩০,০০০}{(৫ - ৩)} = \frac{৩০,০০০}{২}$ = ১৫,০০০ একক।

১৪. মজুদ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{৪২,০০০ - (৪২,০০০ \times ২৫/১২৫)}{(৪,০০০ + ৬,০০০) \div ২} = \frac{৩৩,৬০০}{৫,০০০}$ = ৬.৭২ বার।

২০. সপ্তাহে স্বাভাবিক উৎপাদন = ঘণ্টাপ্রতি প্রমাণ উৎপাদন × স্বাভাবিক কার্যঘণ্টা = (৬০ ÷ ১৫) × ৪৮ = ৪ × ৪৮ = ১৯২ একক।

২২. প্রতি মাসের শেষে উত্তোলন করলে মাসিক উত্তোলনের ওপর ৫.৫ বছরের সুদ ধরতে হয়।

উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ৫.৫ = (৩০০ × ১০% × ৫.৫) = ১৬৫ টাকা।

২৯. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (FIFO) = (২০০ একক × ৫০০ টাকা) + (২০০ একক × ৫২০ টাকা) = (১,০০,০০০ + ১,০৪,০০০) টাকা = ২,০৪,০০০ টাকা।

৩৬. চলতি দায় = $\frac{২৫,০০০ \times ২}{৫}$ = ১০,০০০ টাকা। মোট দায় = চলতি দায় + দীর্ঘমেয়াদি দায় = (১০,০০০ + ২০,০০০) = ৩০,০০০ টাকা।

৪০. মোট ভাড়া = $\frac{৬০,০০০}{৪} \times ৫$ = (১৫,০০০ × ৫) = ৭৫,০০০ টাকা।

৬৫. ঢাকা বোর্ড-২০১৫

১	N	২	L	৩	L	৪	L	৫	K	৬	M	৭	K	৮	K	৯	L	১০	K	১১	N	১২	M	১৩	K	১৪	M	১৫	N	১৬	L	১৭	K	১৮	M	১৯	N	২০	M
২১	L	২২	N	২৩	N	২৪	M	২৫	M	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	K	৩১	K	৩২	N	৩৩	K	৩৪	L	৩৫	K	৩৬	L	৩৭	L	৩৮	M	৩৯	M	৪০	M

eÅvLÅv : ৫. সমচ্ছেদ বিক্রয় (একক) = $\frac{\text{স্থায়ী খরচ}}{\text{একক প্রতি অনুদান প্রান্ত}} = \frac{১,৮০,০০০}{৫০ - ২০} = \frac{১,৮০,০০০}{৩০}$ = ৬,০০০ একক।

৭. কালীন ব্যয় = (অফিস উপরিব্যয় + বিক্রয় উপরিব্যয়) = (১২,০০০ + ৬,০০০) = ১৮,০০০ টাকা।

১৪. ক্ষতি = পুস্তক মূল্য – বিক্রয়মূল্য = {৪০,০০০ – (৪০,০০০ × ১০% × ৬/১২)} – ২০,০০০
= (৪০,০০০ – ২,০০০) – ২০,০০০ = ৩৮,০০০ – ২০,০০০ = ১৮,০০০ টাকা।

২১. ক্রেতাদের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি = (প্রারম্ভিক প্রাপ্য হিসাব + ধারে বিক্রয়) – সমাপনী প্রাপ্য হিসাব = (৩,০০,০০০ + ৬২,০০০) – ৪২,০০০ = ৩,২০,০০০ টাকা।

২৭. চলতি দায়ের পরিমাণ = (ব্যাংক জমাতিরিক্ত + পাওনাদার + প্রদেয় বিল + অগ্রিম আয়) = (৩৪,০০০ + ২,৫৪০ + ১,৩০০ + ৬৪০) টাকা = ৩৮,৪৮০ টাকা

৩৪. করবাদ নিট লাভ = [করপূর্ব নিট লাভ – আয়কর]
= [(২,০০,০০০ – ৮০,০০০ – ২০,০০০ – ২০,০০০) – আয়কর] = ৮০,০০০ – (৮০,০০০ × ৫০%) = (৮০,০০০ – ৪০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

৩৬. নিট লাভ অনুপাত = $\frac{\text{নিট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০\% = \frac{৮,০০,০০০}{(৮০,০০,০০০ - ৫০,০০০ - ৩০,০০০)} \times ১০০\% = \frac{৮,০০,০০০}{৭৯,২০,০০০} \times ১০০\%$ = ১০.১০%।

৬৬. রাজশাহী বোর্ড-২০১৭

১	M	২	M	৩	K	৪	M	৫	M	৬	N	৭	M	৮	M	৯	L	১০	L	১১	N	১২	M	১৩	N	১৪	K	১৫	L
১৬	M	১৭	K	১৮	K	১৯	L	২০	M	২১	L	২২	L	২৩	*	২৪	K	২৫	K	২৬	K	২৭	L	২৮	L	২৯	M	৩০	M

***২৩. সঠিক উত্তর :** ৩৩.৬৪%।

eÅvLÅv : ৩. নতুন যন্ত্রপাতির মূল্য = (৪০,০০০ + ৫,০০০ + ১২,০০০) = ৫৭,০০০ টাকা
মোট যন্ত্রপাতির = ৫০,০০০ + ৫৭,০০০ = ১,০৭,০০০ টাকা
∴ অবচয় = মোট যন্ত্রপাতির মূল্য - যন্ত্রপাতির সমাপনী মূল্য = ১,০৭,০০০ - ৯৪,১৬০ = ১২,৮৪০ টাকা

৪. অবচয় ধার্যের হার = $\frac{\text{অবচয়} \times ১০০}{\text{যন্ত্রপাতির মূল্য}} = \frac{১২,৮৪০ \times ১০০}{১,০৭,০০০}$ = ১২%

৫. চাঁদার পরিমাণ = সদস্য সংখ্যা × বার্ষিক চাঁদার হার = (৮৯০ × ৫০) = ৪৪,৫০০ টাকা

১৮. ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা = (৩০০০০ × ৬০%) শেয়ার = ১৮,০০০ শেয়ার
শেয়ার প্রতি অধিহার = (১০০ × ৮%) টাকা = ৮ টাকা ∴ মোট অধিহার = ৮ × ১৮,০০০ টাকা = ১,৪৪,০০০ টাকা

২১. করপূর্ব মুনাফা = $\frac{\text{করপরবর্তী মুনাফা}}{(১০০ - \text{কর হার})} \times ১০০ = \frac{৪,৫০,০০০}{১০০ - ৪০} \times ১০০$ = ৭,৫০,০০০ টাকা

২২.

কাঁচামাল	৬০,০০০
মজুরি	৪০,০০০
উপরিব্যয় (৪০,০০০ × ৮০%)	৩২,০০০
উৎপাদন ব্যয়	১,৩২,০০০
যোগ : প্রশাসনিক ও বিক্রয় উপরিব্যয় (৩২,০০০ × ৫০%)	১৬,০০০
মোট ব্যয়	১,৪৮,০০০
যোগ : মুনাফা $\left(\frac{১,৪৮,০০০ \times ২০}{৮০}\right)$	৩৭,০০০
বিক্রয়মূল্য	১,৮৫,০০০

∴ এককপ্রতি বিক্রয়মূল্য = $\frac{\text{বিক্রয়মূল্য}}{\text{উৎপাদন একক}} = \frac{১,৮৫,০০০}{২০০}$ টাকা = ৯২৫ টাকা

উৎপাদন একক = বিক্রয় + সমাপনী মজুদ – প্রারম্ভিক মজুদ
= (১৭০ + ৮০ – ৫০) = ২০০ একক

২৩. উৎপাদন ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{উৎপাদন ব্যয়}} \times ১০০ = \frac{৪৪,৪০০}{১,৩২,০০০} \times ১০০$ = ৩৩.৬৪%

মোট মুনাফা = বিক্রয়মূল্য – মোট ব্যয়

= {(৯৬২ × ২০০) – ১,৪৮,০০০} টাকা

= (১,৯২,৪০০ – ১,৪৮,০০০) = ৪৪,৪০০ টাকা

২৯. দত্তাংশের হার = $\frac{\text{কন্ট্রিবিউশন বা দত্তাংশের পরিবর্তন}}{\text{বিক্রয়মূল্যের পরিবর্তন}} \times ১০০ = \frac{৩০,০০০}{৬০,০০০} \times ১০০ = ৫০\%$

দত্তাংশের পরিবর্তন = ২০,০০০ - (- ১০,০০০) টাকা = ২০,০০০ + ১০,০০০ টাকা = ৩০,০০০ টাকা

৩০. নিরাপত্তা প্রান্ড় (টাকা) = $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{দত্তাংশ অনুপাত}} = \frac{২০,০০০}{৫০\%}$ = ৪০,০০০ টাকা

৬৭. রাজশাহী বোর্ড-২০১৬

১	L	২	K	৩	N	৪	L	৫	M	৬	M	৭	L	৮	N	৯	L	১০	M	১১	K	১২	L	১৩	M	১৪	K	১৫	K	১৬	L	১৭	N	১৮	M	১৯	N	২০	N
২১	M	২২	K	২৩	K	২৪	M	২৫	L	২৬	N	২৭	L	২৮	M	২৯	N	৩০	K	৩১	K	৩২	L	৩৩	N	৩৪	M	৩৫	L	৩৬	L	৩৭	M	৩৮	N	৩৯	M	৪০	L

eÅvLÅv : **৪.** চলতি দায় = $\frac{৫০,০০০}{৫} \times ২$ = (১০,০০০ × ২) = ২০,০০০ টাকা।

৯. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = উৎপাদন ব্যয় – তৈরী পণ্যের সমাপনী মজুদ = (৮০,০০০ – ১০,০০০) = ৭০,০০০ টাকা।

১৫. বিজ্ঞাপন খরচ = মোট বিজ্ঞাপন × ১/৪ = (১২,০০০ + ৪,০০০) × ১/৪ = ১৬,০০০ × ১/৪ = ৪,০০০ টাকা

২৩. চাঁদা প্রাপ্তি = চলতি বছরের চাঁদা + অগ্রিম + বিগত বছরের বকেয়া – অনাদায়ী – বিগত বছরের প্রাপ্ত অগ্রিম

= (৪০,০০০ + ৫,০০০ + ২,০০০ – ৬,০০০ – ৩,০০০) = ৩৮,০০০ টাকা।

৩৫. পরিশোধকৃত মূলধন = মোট প্রাপ্তি – শেয়ার অধিহার = $\left(১,১০,০০০ - \frac{১,১০,০০০ \times ১০}{১১০}\right)$ = ১,০০,০০০ টাকা।

৩৯.

প্রাপ্য হিসাব	৫০,০০০
বাদ : অলিখিত কুঋণ	২,০০০
	৪৮,০০০

∴ নতুন কুঋণ সঞ্চিতি = (৪৮,০০০ × ২%) + ১,০০০ = ৯৬০ + ১,০০০ = ১,৯৬০ টাকা।

৬৮. রাজশাহী বোর্ড-২০১৫

১	M	২	K	৩	L	৪	L	৫	L	৬	K	৭	L	৮	N	৯	*	১০	K	১১	L	১২	K	১৩	N	১৪	M	১৫	K	১৬	K	১৭	L	১৮	*	১৯	M	২০	L
২১	K	২২	N	২৩	N	২৪	N	২৫	K	২৬	N	২৭	M	২৮	M	২৯	K	৩০	L	৩১	M	৩২	M	৩৩	N	৩৪	M	৩৫	N	৩৬	K	৩৭	N	৩৮	N	৩৯	M	৪০	M

* ৯. **সঠিক উত্তর:** ১৮,২০০ টাকা। * ১৮. **সঠিক উত্তর:** ৮,০০,০০০ টাকা।

eÅvLÅv : **৪.** নিট লাভ অনুপাত = $\frac{\text{নিট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০\% = \frac{(২,২০,০০০ + ২০,০০০ - ৫০,০০০)}{৭,২০,০০০} \times ১০০\% = \frac{১,৯০,০০০}{৭,২০,০০০} \times ১০০\% =$ ২৬.৩৯%

৬. FIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (২০০ × ৫০০) + (২০০ × ৫২০) = (১,০০,০০০ + ১,০৪,০০০) = ২,০৪,০০০ টাকা।

LIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (৩৫০ × ৫২০) + (৫০ × ৫০০) = (১,৮২,০০০ + ২৫,০০০) = ২,০৭,০০০ টাকা।

FIFO পদ্ধতির চেয়ে LIFO পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি হয় = (২,০৭,০০০ – ২,০৪,০০০) = ৩,০০০ টাকা।

∴ মুনাফা ৩,০০০ টাকা হ্রাস পাবে।

৮. মূলধন তহবিল = (প্রারম্ভিক সম্পদ – প্রারম্ভিক দায়) = (১,৮০০ + ৬,৩০০ + ১০,০০০) – ৯০০ = (১৮,১০০ – ৯০০) = ১৭,২০০ টাকা।

১২. একক প্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন = $\frac{\text{মোট বিক্রয় – পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{মোট বিক্রীত পণ্য}} = \frac{৩,০০,০০০ - ১,৮০,০০০}{২০,০০০} = \frac{১,২০,০০০}{২০,০০০}$ = ৬ টাকা।

১৬. মুখ্য ব্যয় = ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি = {(১৫,০০০ + ৪৫,০০০) – ৩৫,০০০} + ১০,০০০

= (৬০,০০০ – ৩৫,০০০) + ১০,০০০ = (২৫,০০০ + ১০,০০০) = ৩৫,০০০ টাকা।

৩৭. বিক্রয়মূল্যের ওপর ২০% মুনাফা করতে চাইলে মোট ব্যয়ের ওপর মুনাফা ২৫%।

মোট বিক্রয়মূল্য = উৎপাদন ব্যয় + মুনাফা = ১৮,০০০ + (১৮,০০০ × ২৫%) = (১৮,০০০ + ৪,৫০০) = ২২,৫০০ টাকা।

∴ একক প্রতি বিক্রয়মূল্য = $\frac{\text{মোট বিক্রয়মূল্য}}{\text{বিক্রয় একক}} = \frac{২২,৫০০}{১৫}$ = ১,৫০০ টাকা।

৬৯. দিনাজপুর বোর্ড-২০১৭

১	M	২	K	৩	K	৪	N	৫	M	৬	*	৭	M	৮	K	৯	L	১০	K	১১	M	১২	L	১৩	M	১৪	M	১৫	N
১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	L	২২	N	২৩	L	২৪	K	২৫	K	২৬	M	২৭	N	২৮	L	২৯	N	৩০	L

***৬. সঠিক উত্তর :** ১,৫০,০০০ টাকা।

eÅvLÅv : ৫. মেশিনের ব্যয় = ক্রয়মূল্য + সংস্থাপন ব্যয় = (৫,৭৫,০০০ + ২৫,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা

৬. ৩ বছরের পুঞ্জীভূত অবচয় = $\frac{৬,০০,০০০ - ১,০০,০০০}{৫} \times ৩$ = ৩,০০,০০০ টাকা

নিমজ্জিত ব্যয় = মেশিনের মূল্য - পুঞ্জীভূত অবচয় - মেশিনের বিক্রয়মূল্য = (৬,০০,০০০ - ৩,০০,০০০ - ১,৫০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা

১২. প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়:

বিবরণ	কামাল	লোটাস

সমাপনী মূলধন	১,০০,০০০	১,৮০,০০০
(–) মুনাফার অংশ	১৬,০০০	৮,০০০
∴ প্রারম্ভিক মূলধন	৮৪,০০০	১,৭২,০০০

মুনাফার অংশ বণ্টন :
কামাল = ২৪,০০০ ২/৩ = ১৬,০০০ টাকা
লোটাস = ২৪,০০০ ১/৩ = ৮,০০০ টাকা

১৪. মুখ্য ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ মজুরি + অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ = (১০,০০০ + ৭,০০০ + ৩,০০০) টাকা = ২০,০০০ টাকা

১৫. মোট লাভের অনুপাত = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৪,০০,০০০}{১০,৮০,০০০} \times ১০০ = ৩৭.০৩\%$

[নিট বিক্রয় = বিক্রয় ণ্ড বিক্রয় ফেরত ণ্ড বিক্রয় বাট্টা] = (১২,০০,০০০ ণ্ড ৮০,০০০ ণ্ড ৪০,০০০) টাকা = ১০,৮০,০০০ টাকা

২৫. মোট পরিশোধিত মূলধন = (মোট ইস্যুকৃত শেয়ার × অভিহিত মূল্য) = ৮,৫০০ + ৫,০০০) × ২০ টাকা = ২,৭০,০০০ টাকা

২৬. সম্পদ পাশের যোগফল = ভূমি + দালান + নগদ = ২,৭৫,০০০ + ১,৮০,০০০ + ১,০০,০০০ টাকা = ৫,৫৫,০০০ টাকা

৭০. দিনাজপুর বোর্ড-২০১৬

১	M	২	N	৩	K	৪	K	৫	L	৬	N	৭	L	৮	L	৯	M	১০	L	১১	L	১২	M	১৩	L	১৪	L	১৫	K	১৬	M	১৭	K	১৮	K	১৯	M	২০	K
২১	N	২২	K	২৩	L	২৪	K	২৫	N	২৬	K	২৭	M	২৮	L	২৯	L	৩০	N	৩১	M	৩২	K	৩৩	N	৩৪	L	৩৫	M	৩৬	M	৩৭	L	৩৮	K	৩৯	K	৪০	K

eÅvLÅv : ১৩. ২০১৫ সালের চাঁদা = (৮০,০০০ + ১০,০০০ – ৫,০০০ – ৮,০০০) = ৭৭,০০০ টাকা।

১৬. ভাড়া খরচ = (১৮,০০০ ÷ ৪) × ৫ = ২২,৫০০ টাকা।

১৮. বিনিয়োগ কার্যক্রমের নিট নগদ প্রবাহ = (স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় – স্থায়ী সম্পদ ক্রয়) = (৫০,০০০ – ৪০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।

৩৩. চলতি সম্পদ = (নগদ তহবিল + মজুদ পণ্য + প্রাপ্য হিসাব + প্রাপ্য নোট + অগ্রিম খরচ + ব্যাংক জমা)
= (২,০০,০০০ + ১,৫০,০০০ + ২,৫০,০০০ + ৫০,০০০ + ২০,০০০ + ৩০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

৩৮. ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্য = (১০০ × ২০) = ২,০০০ টাকা।

৭১. দিনাজপুর বোর্ড-২০১৫

১	L	২	L	৩	K	৪	N	৫	K	৬	N	৭	N	৮	M	৯	L	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	L	১৪	K	১৫	M	১৬	N	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	L
২১	K	২২	L	২৩	K	২৪	K	২৫	M	২৬	L	২৭	K	২৮	L	২৯	L	৩০	M	৩১	N	৩২	M	৩৩	K	৩৪	L	৩৫	L	৩৬	N	৩৭	L	৩৮	N	৩৯	K	৪০	K

eÅvLÅv : ২. অব্যবহৃত খাদ্য সামগ্রী = (খাদ্য সামগ্রী ক্রয় + প্রারম্ভিক) – ব্যবহৃত খাদ্য সামগ্রী
= (১০,০০০ + ২,০০০) – ৮,০০০ = (১২,০০০ – ৮,০০০) = ৪,০০০ টাকা।

৬. পরিচালন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ = (নিট আয় – প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি + অবচয়) = (৩০,০০০ – ১৮,০০০ + ১০,০০০) = ২২,০০০ টাকা।

১২. শেয়ার বাট্টা = (শেয়ার প্রতি অবহার × বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা) = (১০০ × ১০%) × ২০,০০০ = (১০ × ২০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

২৭. মুনাফার পরিমাণ = (বিক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়) = (১,৫০০ × ৯) – (১,৫০০ × ৫) = (১৩,৫০০ – ৭,৫০০) = ৬,০০০ টাকা।

৩৫. পরিবর্তনশীল ব্যয় = (মোট ব্যয় – স্থায়ী ব্যয়) = (৬,০০,০০০ – ৪,০০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

৩৭. বিলিকৃত মূলধন = অনুমোদিত মূলধন × ৭০% = (১০,০০০ × ১০০) × ৭০% = (১০,০০,০০০ × ৭০%) = ৭,০০,০০০ টাকা।

৭২. কুমিল-া বোর্ড-২০১৭

১	L	২	M	৩	L	৪	L	৫	L	৬	M	৭	K	৮	M	৯	N	১০	M	১১	M	১২	N	১৩	K	১৪	L	১৫	M
১৬	K	১৭	K	১৮	K	১৯	L	২০	N	২১	K	২২	N	২৩	L	২৪	N	২৫	L	২৬	K	২৭	N	২৮	L	২৯	N	৩০	L

eÅvLÅv : ৪. উৎপাদন ব্যয় = প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + কারখানার উপরিব্যয় = (৩,০০,০০০ + ১,৫০,০০০ + ৫০,০০০) টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা

৭. নতুন অংশীদারের অংশ = ১০ % $\frac{১}{১০০} = \frac{১}{১০}$ ∴ অবশিষ্ট ২ জনের অংশ = $\left(১ - \frac{১}{১০}\right) = \frac{৯}{১০}$

∴ আলী : জামিল = ২ : ১

∴ আলীর অংশ = $\frac{৯}{১০}$ এর $\frac{২}{৩} = \frac{৬}{১০}$

∴ জামিলের অংশ = $\frac{৯}{১০}$ এর $\frac{১}{৩} = \frac{৩}{১০}$

∴ আলী ঃ জামিল ঃ আবু = $\frac{৬}{১০}$ ঃ $\frac{৩}{১০}$ ঃ $\frac{১}{১০}$ = ৬ ঃ ৩ ঃ ১

১১. ভ্যাটসহ নিট বিক্রয় = বিক্রয় + অলিখিত বিক্রয় - বিক্রয় ফেরত - বিক্রয় বাট্টা

= ২,৩৫,০০০ + ৫,০০০ - ৪,০০০ - ৬,০০০ = ২,৩০,০০০ টাকা

∴ বিক্রয় ভ্যাট = $\frac{২,৩০,০০০ \times ১৫}{১১৫}$ = ৩০,০০০ টাকা

১২. নিট ক্রয় = ক্রয় - ক্রয় ফেরত - পণ্য উত্তোলন - ক্রয় ভ্যাট = ১,৩০,০০০ - ৫,০০০ - ১০,০০০ - ১৫,০০০ = ১,০০,০০০ টাকা

ক্রয় ভ্যাট = $\frac{১,১৫,০০০ \times ১৫}{১১৫}$ = ১৫,০০০ টাকা

২০. স্থির ব্যয় = সমচ্ছেদ বিক্রয় × কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = ২,০০,০০০ × ২৫% = ৫০,০০০ টাকা

২৪. নিরাপত্তা প্রান্তের পরিমাণ = মোট বিক্রয় - সমচ্ছেদ বিন্দুতে বিক্রয়

সমচ্ছেদ বিক্রয় (একক) = $\frac{\text{স্থির ব্যয়}}{\text{এককপ্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন}}$ = $\frac{১,০০,০০০}{৫}$ = ২০,০০০ একক

∴ নিরাপত্তা প্রান্ত (একক) = (২৫,০০০ - ২০,০০০) একক = ৫,০০০ একক

২৮. নতুন অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি = (১,১০,০০০ + ১২,০০০ - ৫,০০০) × ১০% = ১১,৭০০ টাকা

৭৩. কুমিল-া বোর্ড-২০১৬

১	N	২	N	৩	L	৪	K	৫	K	৬	M	৭	M	৮	N	৯	M	১০	M	১১	N	১২	K	১৩	N	১৪	K	১৫	L	১৬	M	১৭	M	১৮	L	১৯	N	২০	M
২১	K	২২	M	২৩	L	২৪	L	২৫	K	২৬	K	২৭	K	২৮	*	২৯	M	৩০	L	৩১	K	৩২	N	৩৩	M	৩৪	N	৩৫	M	৩৬	N	৩৭	N	৩৮	L	৩৯	L	৪০	K

*** ২৮ সঠিক উত্তর:** i ও ii

eÅvLÅv : ৩. একক প্রতি অনুদান প্রান্ত = একক প্রতি বিক্রয়মূল্য – একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় = (৫০ – ২০) = ৩০ টাকা।

৫. নিরাপত্তা প্রান্ত (একক) = প্রকৃত বিক্রয় একক – সমচ্ছেদ বিক্রয় একক = ১০,০০০ – $\left(\frac{১,৮০,০০০}{৩০}\right)$ = (১০,০০০ – ৬,০০০) = ৪,০০০ একক।

১৪. প্রারম্ভিক বিনিয়োগ = সুদ ÷ সুদের হার = (২,৪০০ ÷ ১৬%) = ১৫,০০০ টাকা।

১৯. মূলধনের সুদ = মোট মুলধন × সুদের হার = (১,৬০,০০০ + ১,৫০,০০০) × ১০% = ৩,১০,০০০ × ১০% = ৩১,০০০ টাকা।

২৫. বিলিকৃত মূলধন = বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা × লিখিত মূল্য = (৩০,০০০ × ১০) = ৩,০০,০০০ টাকা।

২৯. অবচয় = (৪০,০০০ × ১০%) + (২২,০০০ × ১০% × ৬/১২) = (৪,০০০ + ১,১০০) = ৫,১০০ টাকা।

৩৫. মুখ্য ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামাল + মজুরি) = (২,০০,০০০ + ৮০,০০০) = ২,৮০,০০০ টাকা।

৭৪. কুমিল-া বোর্ড-২০১৫

১	L	২	M	৩	N	৪	M	৫	M	৬	L	৭	N	৮	L	৯	K	১০	K	১১	N	১২	K	১৩	K	১৪	M	১৫	L	১৬	K	১৭	L	১৮	L	১৯	M	২০	L
২১	K	২২	N	২৩	N	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	N	২৮	K	২৯	M	৩০	L	৩১	M	৩২	K	৩৩	L	৩৪	L	৩৫	M	৩৬	M	৩৭	L	৩৮	M	৩৯	M	৪০	K

eÅvLÅv : ১৩. মুনাফা = অনুদান প্রান্ত – স্থায়ী ব্যয় = (১৪,০০,০০০ × ২০%) – ১,৮০,০০০ = (২,৮০,০০০ – ১,৮০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা।

২১. প্রশাসনিক ব্যয় = (মোট লাভ – নিট লাভ – বিপণন ব্যয়) = (১,৫০,০০০ – ৮০,০০০ – ৩০,০০০) = ৪০,০০০ টাকা।

২৩. মোট বিক্রয় = মোট ব্যয় + মুনাফা = (১,০০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০) + মুনাফা ।

= ১,২০,০০,০০০ + (১,২০,০০,০০০ × ২০/৮০) = (১,২০,০০,০০০ + ৩০,০০,০০০) = ১,৫০,০০,০০০ টাকা।

∴ একক প্রতি বিক্রয়মূল্য = $\frac{১,৫০,০০,০০০}{১,০০,০০০}$ = ১৫০ টাকা।

নোট : বিক্রয়ের লাভ ২০% হলে, মোট ব্যয়ের ওপর ২৫%।

৩৩. একজন শেয়ারহোল্ডারের দায় তার শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ

তাই জনাব মফিজের দায় = (১০০ × ২৫০) = ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ

৩৮. নগদ আদায় = (ধারে বিক্রয় – প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি) = ৬০,০০০ – (৩৭,০০০ – ৩০,০০০) = ৬০,০০০ – ৭,০০০ = ৫৩,০০০ টাকা।

৭৫. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৭

১	M	২	K	৩	N	৪	M	৫	L	৬	L	৭	M	৮	L	৯	L	১০	L	১১	K	১২	K	১৩	M	১৪	L	১৫	N
১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	K	২০	N	২১	L	২২	M	২৩	K	২৪	M	২৫	N	২৬	K	২৭	L	২৮	N	২৯	K	৩০	M

eÅvLÅv : ৬. চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্ভদ}}{\text{চলতি দায়}}$ ⇒ ৩ ঃ ১ = $\frac{১৮,০০০}{\text{চলতি দায়}}$ ⇒ $\frac{৩}{১}$ = $\frac{১৮,০০০}{\text{চলতি দায়}}$ ⇒ চলতি দায় = $\frac{১৮,০০০}{৩}$ = ৬,০০০ টাকা

৮. চাঁদা বাবদ আয় = চাঁদা প্রাপ্তি + বর্তমান বছরের অনাদায়ী – বিগত বছরের অনাদায়ী – অগ্রিম = (৮০,০০০ + ১,০০০ – ৫,০০০ – ৮,০০০) টাকা = ৬৮,০০০ টাকা

১২. বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ = (৫০,০০০ – ৪০,০০০) টাকা = ১০,০০০ টাকা।

১৪. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = $\frac{৫,০০,০০০ \times ১০০}{১২৫}$ = ৪,০০,০০০ টাকা

৭৬. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৬

১	N	২	L	৩	L	৪	N	৫	N	৬	K	৭	K	৮	M	৯	L	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	K	১৪	M	১৫	L	১৬	N	১৭	N	১৮	N	১৯	L	২০	K
২১	L	২২	M	২৩	N	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	N	২৮	K	২৯	L	৩০	M	৩১	K	৩২	M	৩৩	K	৩৪	M	৩৫	N	৩৬	K	৩৭	N	৩৮	L	৩৯	K	৪০	M

eÅvLÅv : ৪. শেয়ার প্রতি অবহার = লিখিত মূল্য × অবহারের শতকরা হার = (৫০ × ৫%) = ২.৫০ টাকা।

৯. চলতি দায় ১.৫ টাকা হলে চলতি সম্পদ ২ টাকা।

$\therefore$ চলতি দায় ২৭,০০০ টাকা হলে চলতি সম্পদ = $\frac{২ \times ২৭,০০০}{১.৫}$ = ৩৬,০০০ টাকা।

১১. কন্ট্রিবিউশন মার্জিন = বিক্রয় − পরিবর্তণশীল ব্যয় = (৮,০০,০০০ − ৬,০০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

কন্ট্রিবিউশন মার্জিন অনুপাত = $\frac{২,০০,০০০}{৮,০০,০০০} \times ১০০$ = ২৫%।

১৪. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ৮০,০০০ − (৮০,০০০ × ১০%) = (৮০,০০০ − ৮,০০০) = ৭২,০০০ টাকা।

$\therefore$ উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় = (বিক্রিত পণ্য + সমাপনী মজুদ) − প্রারম্ভিক মজুদ

= (৭২,০০০ + ২০,০০০) − ১৫,০০০ = ৯২,০০০ − ১৫,০০০ = ৭৭,০০০ টাকা।

২৯. বিনিয়োগের মূল্য = প্রাপ্ত সুদ ÷ সুদের হার = (৩,৭৫০ ÷ ৫%) = ৭৫,০০০ টাকা।

৩৮. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয়) − সমাপনী মজুদ = (২০,০০০ + ৩,০০,০০০) − ২০,০০০ = ৩,০০,০০০ টাকা।

$\therefore$ বিক্রয় = ৩,০০,০০০ + (৩,০০,০০০ × ২৫%) = (৩,০০,০০০ + ৭৫,০০০) = ৩,৭৫,০০০ টাকা।

(বিক্রয়ের ওপর মুনাফা ২০% হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের ওপর ২৫%)।

৭৭. চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৫

১	N	২	L	৩	M	৪	N	৫	M	৬	N	৭	L	৮	L	৯	M	১০	L	১১	N	১২	M	১৩	M	১৪	N	১৫	*	১৬	M	১৭	L	১৮	K	১৯	N	২০	K
২১	M	২২	K	২৩	K	২৪	N	২৫	L	২৬	K	২৭	N	২৮	M	২৯	K	৩০	K	৩১	M	৩২	K	৩৩	K	৩৪	M	৩৫	N	৩৬	K	৩৭	L	৩৮	M	৩৯	N	৪০	N

* ১৫. **সঠিক উত্তরঃ** ২,৭১,৮০০ টাকা।

eÅvLÅv : ২. মেশিনের অবচয় = মেশিনের অর্জন মূল্য × অবচয় হার = (৫,০০,০০০ + ১০,০০০) × ১০% = ৫,১০,০০০ × ১০% = ৫১,০০০ টাকা।

৯. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় − মুনাফা = ৩,০০,০০০ − (৩,০০,০০০ × ২০%) = (৩,০০,০০০ − ৬০,০০০) = ২,৪০,০০০ টাকা।

মজুদ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{২,৪০,০০০}{(৪০,০০০ + ৩০,০০০) \div ২} = \frac{২,৪০,০০০}{৩৫,০০০}$ = ৬.৮৬ বার।

২০. মুখ্য ব্যয় = ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি = {(72,000 + 2,18,000) − 30,000} + 1,80,000 = 2,60,000 + 1,80,000 = 4,40,000 টাকা।

৩৪. চাঁদা বাবদ আয় = (চাঁদা প্রাপ্তি + অনাদায়ী) − অগ্রিম = (৬৫,০০০ + ৫,০০০) − ৩,০০০ = (৭০,০০০ − ৩,০০০) = ৬৭,০০০ টাকা।

৩৫. কোম্পানির প্রাথমিক খরচ = (গবেষণা ব্যয় + সভা খরচ + স্মারকলিপির ব্যয় + পরিমেল নিয়মাবলির ব্যয় + নিবন্ধন ও অন্যান্য ব্যয়)

= (১০,০০০ + ১৫,০০০ + ৫০,০০০ + ৩০,০০০ + ২০,০০০) = ১,২৫,০০০ টাকা।

৭৮. সিলেট বোর্ড-২০১৭

১	K	২	L	৩	N	৪	N	৫	M	৬	M	৭	M	৮	K	৯	M	১০	M	১১	L	১২	L	১৩	M	১৪	K	১৫	N
১৬	N	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	K	২১	K	২২	L	২৩	L	২৪	M	২৫	K	২৬	N	২৭	K	২৮	L	২৯	M	৩০	L

eÅvLÅv : ২. একক প্রতি অনুদান প্রান্ড় = এককপ্রতি বিক্রয়মূল্য - একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় = ১৫ - ৫ = ১০ টাকা

$\therefore$ এককপ্রতি বিক্রয়মূল্য = $\frac{\text{বিক্রয়মঙল্য}}{\text{মোট একক}} = \frac{৩,০০,০০০}{২০,০০০}$ = ১৫ টাকা

৩. সম আয়-ব্যয় বিক্রীত পণ্যের একক = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{এককপ্রতি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা দত্তাংশ}} = \frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি (বিক্রিয়মঙল্য - পরিবর্তনশীল ব্যয়)}} = \frac{১,৯০,০০০}{১৫ - ৫}$ = ১৯,০০০ একক

৪. মুনাফা = বিক্রয়মূল্য - স্থির ব্যয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৩,০০,০০০ - ১,৯০,০০০ - ১,০০,০০০ টাকা = ১০,০০০ টাকা

৮. যে ব্যয় সিদ্ধান্ড়গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তাকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। নতুন মেশিনের প্রতিস্থাপনের জন্য পুরাতন মেশিন ৩,০০,০০০ টাকায় বিক্রি একটি প্রাসঙ্গিক ব্যয়।

৯. নিমজ্জিত ব্যয় = মেশিনের পুস্ড়কমূল্য - মেশিনের বিক্রয়মূল্য = (৮,০০,০০০ - ৩,০০,০০০) টাকা = ৫,০০,০০০ টাকা

১৩. বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার = $\frac{\text{মুনাফার হার}}{১০০ - \text{মুনাফার হার}} \times ১০০ = \frac{২০}{১০০ - ২০} \times ১০০$ = ২৫%

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + মোট লাভ = {৫,০০০ + (৫,০০০ এর ২৫%)} টাকা = ৬,২৫০ টাকা

বিকল্প পদ্ধতি, বিক্রয়মূল্য (এককপ্রতি)= $\frac{\text{এককপ্রতি ব্যয়}}{(১০০ - \text{ মুনাফার হার})} \times ১০০ = \frac{৫,০০০}{১০০ - ২০} \times ১০০$ = ৬,২৫০ টাকা

১৬. মুক্ত নগদ প্রবাহ = নিট আয় − (স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ + নগদ লভ্যাংশ প্রদান) = ৪৫,০০০ − (২২,০০০ + ১৯,৫০০) টাকা = ৩,৫০০ টাকা

২২. পরিশোধিত লভ্যাংশ = প্রারম্ভিক সংরক্ষিত আয় + নিট মুনাফা - সমাপনী সংরক্ষিত আয় = ১,২০,০০০ + ৩৫,০০০ - ১,৩৫,০০০ = ২০,০০০ টাকা

২৫. ৫% ঋণে বছরে সুদ = (৩,৯০০ × ২) = ৭,৮০০ টাকা

$\therefore$ ৫% ঋণের পরিমাণ = $\frac{৭,৮০০ \times ১০০}{৫}$ = ১,৫৬,০০০ টাকা

২৭. কমিশন = ১,১০,০০০ $\frac{১০}{১০০ + ১০}$ টাকা = ১,১০,০০০ $\frac{১০}{১১০}$ টাকা = ১০,০০০ টাকা

৭৯. সিলেট বোর্ড-২০১৬

১	L	২	L	৩	K	৪	M	৫	K	৬	N	৭	L	৮	K	৯	L	১০	K	১১	N	১২	N	১৩	M	১৪	N	১৫	M	১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	M	২০	N
২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	M	২৯	N	৩০	L	৩১	K	৩২	N	৩৩	M	৩৪	L	৩৫	L	৩৬	M	৩৭	L	৩৮	M	৩৯	K	৪০	N

eÅvLÅv : ৬. সমচ্ছেদ বিক্রয় = প্রকৃত বিক্রয় – নিরাপত্তা প্রান্ড় = ৮০,০০০ – (৮০,০০০ × ৩০%) = (৮০,০০০ – ২৪,০০০) = ৫৬,০০০ টাকা।

৮. মুনাফা = নিরাপত্তা পান্ড় × অনুদান প্রান্ড় অনুপাত = (৮০,০০০ × ৩০%) × ৪০% = ২৪,০০০ × ৪০% = ৯,৬০০ টাকা।

১১. মোট ধারে বিক্রয় = গড় প্রাপ্য হিসাব × প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত = (৭৫,০০০ × ২) = ১,৫০,০০০ টাকা।

$\therefore$ মোট বিক্রয় = ধারে বিক্রয় + নগদ বিক্রয় = (১,৫০,০০০ + ৫০,০০০) = ২,০০,০০০ টাকা।

১৫. কারখানা ব্যয় = (ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় + প্রত্যক্ষ মজুরি + কারখানা ভাড়া) = (৭০,০০০ + ৫০,০০০ + ৩০,০০০) = ১,৫০,০০০ টাকা।

২০. ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফা ২৫% হলে বিক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফা ২০%।

বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয় – মুনাফা = ৩০,০০০ – (৩০,০০০ × ২০%) = (৩০,০০০ – ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

৩৭. প্রতি মাসের প্রথম তারিখে উত্তোলন করলে মাসিক উত্তোলনের ওপর ৬.৫ বছরের সুদ ধরতে হয়।

$\therefore$ উত্তোলনের সুদ = (১,০০০ × ৬% × ৬.৫) = ৩৯০ টাকা।

৮০. সিলেট বোর্ড-২০১৫

১	M	২	N	৩	M	৪	L	৫	K	৬	N	৭	K	৮	L	৯	N	১০	K	১১	M	১২	M	১৩	N	১৪	M	১৫	L	১৬	M	১৭	N	১৮	K	১৯	L	২০	K
২১	L	২২	L	২৩	M	২৪	K	২৫	M	২৬	L	২৭	N	২৮	M	২৯	M	৩০	M	৩১	L	৩২	M	৩৩	L	৩৪	K	৩৫	M	৩৬	L	৩৭	K	৩৮	N	৩৯	M	৪০	L

eÅvLÅv : ৭. মুনাফার পরিমাণ = বিক্রয় × $\frac{২০}{১২০}$ = ১২,০০,০০০ × $\frac{২০}{১২০}$ = ২,০০,০০০ টাকা।

৯. মোট সম্পদ = (সুনাম + বিনিয়োগ + প্রাপ্য হিসাব + ব্যাংক জমা + প্রাপ্য কমিশন)
= (৫০,০০০ + ৬০,০০০ + ৪০,০০০ + ২০,০০০ + ২,০০০) = ১,৭২,০০০ টাকা।

১৭. মোট স্থায়ী খরচ = (কারখানা ভাড়া + ম্যানেজারের বেতন + বিমা প্রিমিয়াম) = (১২,০০০ + ৮,০০০ + ৩,০০০) = ২৩,০০০ টাকা।

২৩. কারখানা ব্যয়ের ওপর অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয়ের শতকরা হার = $\frac{\text{অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়}}{\text{কারখানা ব্যয়}}$ × ১০০%

$= \frac{২৮,০৪০}{(১,৪০,০০০ + ১,০৮,০০০ + ৩২,৪০০)} \times ১০০\% = \frac{২৮,০৪০}{২,৮০,৪০০} \times ১০০\% = ১০\%$।

৩৩. পরবর্তী মুনাফার ওপর কমিশন ১০% হলে, পূর্ববর্তী মুনাফা ১১০ টাকা হলে কমিশন ১০ টাকা।

$\therefore$ পূর্ববর্তী মুনাফা ২০,০০০ টাকা হলে কমিশন = $\frac{১০ \times ২০,০০০}{১১০}$ = ১,৮১৮ টাকা।

৮১. যশোর বোর্ড-২০১৭

১	M	২	N	৩	M	৪	N	৫	K	৬	K	৭	M	৮	M	৯	M	১০	K	১১	K	১২	M	১৩	M	১৪	K	১৫	N
১৬	N	১৭	L	১৮	L	১৯	M	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	M	২৪	L	২৫	L	২৬	N	২৭	L	২৮	N	২৯	M	৩০	L

eÅvLÅv : ৪. ইস্যুকৃত শেয়ার = (২০,০০০ × ৯০%) = ১৮,০০০টি

$\therefore$ বিলিকৃত শেয়ার = (১৮,০০০ × ৭০%) = ১২,৬০০টি

$\therefore$ বিলিকৃত মূলধন = (১২,৬০০ × ১০) টাকা = ১,২৬,০০০ টাকা

১০. চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৬৯,০০০}{৩২,৫০০}$ = ২.১২ ঃ ১

চলতি সম্পদ = নগদ তহবিল + প্রাপ্য হিসাব + অগ্রিম প্রদত্ত খরচ + প্রাপ্য আয় + প্রাপ্য নোট + মজুদ পণ্য
= ১০,০০০ + ৩০,০০০ + ৫,০০০ + ৪,০০০ + ৫,০০০ + ১৫,০০০ = ৬৯,০০০ টাকা

চলতি দায় = প্রদেয় হিসাব + বকেয়া খরচ + প্রদেয় নোট = (২০,০০০ + ২,৫০০ + ১০,০০০) টাকা = ৩২,৫০০ টাকা

১১. চলতি মূলধন = চলতি সম্পদ ণ্ড চলতি দায় = (৬৯,০০০ ৩২,৫০০) টাকা = ৩৬,৫০০ টাকা

১৬. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ২,৫০,০০০ – (২,৫০,০০০ ২৫%) = ১,৮৭,৫০০ টাকা

সমাপনী মজুদ = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = ২০,০০০ + ২,০০,০০০ – ১,৮৭,৫০০ = ৩২,৫০০ টাকা

১৮. সমচ্ছেদ বিক্রয় (একক) = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{এককপ্রতি অনুদানপ্রান্ড}}$ = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{(\text{এককপ্রতি বিক্রয়মঙল্য - এককপ্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়})}$ = $\frac{২,০০,০০০}{১০০ - ৮০}$ = ১০,০০০ একক

১৯. বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা (একক) = $\frac{\text{স্থির ব্যয় + কাঙ্ক্ষিত মুনাফা}}{\text{এককপ্রতি বিক্রয়মূল্য - এককপ্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}} = \frac{২,০০,০০০ + ৫০,০০০}{১০০ - ৮০}$ = ১২,৫০০ একক

বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা (টাকা) = ১২,৫০০ × ১০০ টাকা = ১২,৫০,০০০ টাকা

২৭. চাঁদা আয় = চাঁদা প্রাপ্তি + চলতি বছরের অনাদায়ী চাঁদা – বিগত বছরের অনাদায়ী চাঁদা – পরবর্তী বছরের প্রাপ্ত চাঁদা
= (২০০০০ + ৪০০০ – ২০০০ – ৩০০০) টাকা = ১৯০০০ টাকা

৮২. যশোর বোর্ড-২০১৬

১	N	২	L	৩	M	৪	M	৫	K	৬	N	৭	K	৮	K	৯	M	১০	L	১১	N	১২	K	১৩	K	১৪	M	১৫	M	১৬	K	১৭	L	১৮	L	১৯	N	২০	L
২১	L	২২	K	২৩	N	২৪	K	২৫	L	২৬	K	২৭	L	২৮	K	২৯	L	৩০	N	৩১	N	৩২	K	৩৩	K	৩৪	M	৩৫	L	৩৬	N	৩৭	K	৩৮	M	৩৯	K	৪০	M

eÅvLÅv : ৭. বণ্টনযোগ্য মুনাফা = (সমন্বয়পূর্ব মুনাফা – মূলধনের সুদ – বেতন) = (১,৫০,০০০ – ৬০,০০০ – ৩০,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

১৭. আদায়কৃত মূলধন = শেয়ারের নামিক মূল্য × বিলিকৃত শেয়ার সংখ্যা = (১০ × ৭৫,০০০) = ৭,৫০,০০০ টাকা।

২০. পুস্ড়ক মূল্য = (মেশিনের মূল্য – পুঞ্জীভূত অবচয়) = ৬০,০০০ – (২২,০০০ + ৪,৮০০) = (৬০,০০০ – ২৬,৮০০) = ৩৩,২০০ টাকা।

২৬. মুনাফা = বিক্রয় – মোট ব্যয় = ৫০,০০০ – (১৫,০০০ + ৬,০০০ + ৩,০০০ + ১৫,০০০ + ৫,০০০) = (৫০,০০০ – ৪৪,০০০) = ৬,০০০ টাকা।

৩৪. মোট বিক্রীত একক – ৭,০০০ একক।
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (২,০০০ × ১০) + (৫,০০০ × ১২) = (২০,০০০ + ৬০,০০০) = ৮০,০০০ টাকা।

৮৩. যশোর বোর্ড-২০১৫

১	N	২	K	৩	M	৪	K	৫	K	৬	L	৭	M	৮	*	৯	N	১০	N	১১	L	১২	K	১৩	L	১৪	K	১৫	M	১৬	K	১৭	N	১৮	M	১৯	K	২০	L
২১	K	২২	L	২৩	M	২৪	K	২৫	N	২৬	L	২৭	L	২৮	N	২৯	L	৩০	K	৩১	M	৩২	L	৩৩	M	৩৪	K	৩৫	L	৩৬	N	৩৭	M	৩৮	K	৩৯	L	৪০	K

* ৮. **সঠিক উত্তর:** iii

eÅvLÅv : ৭. ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে মালের একক প্রতি মূল্য = $\frac{(৫০০ \times ২০) + (৩০০ \times ২৪)}{৫০০ + ৩০০} = \frac{১০,০০০ + ৭,২০০}{৮০০} = \frac{১৭,২০০}{৮০০}$ = ২১.৫০ টাকা।

১৪. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = (প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয়) – সমাপনী মজুদ
= (২,৪০,০০০ + ৫,০০,০০০) – ১,৭০,০০০ = (৭,৪০,০০০ – ১,৭০,০০০) = ৫,৭০,০০০ টাকা।

২৩. দত্তাংশ অনুপাত = $\frac{\text{দত্তাংশ}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০\% = \frac{২০,০০০ - ১০,০০০}{২০,০০০} \times ১০০\% = \frac{১০,০০০}{২০,০০০} \times ১০০\%$ = ৫০%।

২৪. সমচ্ছেদ বিন্দু (টাকায়) = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{দত্তাংশ অনুপাত}} = \frac{৬,০০০}{.৫০}$ = ১২,০০০ টাকা।

৩৭. মূল মজুরির মোট পরিমাণ = ঘণ্টা প্রতি মজুরি হার × কার্যঘণ্টা × শ্রমিক সংখ্যা = (১০ × ৪৮ × ৩০) = ১৪,৪০০ টাকা।

৩৯. বিনিয়োগের পরিমাণ = বিনিয়োগের সুদ ÷ সুদের হার = (৯,০০০ ÷ ১৫%) = (৯,০০০ ÷ ১৫%) = ৬০,০০০ টাকা।

৮৪. বরিশাল বোর্ড-২০১৭

১	K	২	N	৩	N	৪	N	৫	M	৬	K	৭	N	৮	L	৯	N	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	M	১৪	K	১৫	K
১৬	L	১৭	K	১৮	K	১৯	N	২০	K	২১	L	২২	K	২৩	N	২৪	K	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	M	২৯	L	৩০	N

eÅvLÅv : ৯. ব্যবহৃত কাঁচামাল = প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য + কাঁচামাল ক্রয় - সমাপনী কাঁচামাল = (১৩,০০০ + ৬০,০০০ - ৩০,০০০) = ৭০,০০০ টাকা

১১. এককপ্রতি স্থায়ী ব্যয় = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{বিক্রয়ের পরিমাণ (একক)}} = \frac{২০,০০০}{৪,০০০}$ = ৫ টাকা

১২. মুনাফা = বিক্রয়মূল্য - স্থায়ী ব্যয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৬০,০০০ - ২০,০০০ - ২০,০০০ টাকা = ২০,০০০ টাকা
বিক্রয়মূল্য এককপ্রতি ২০% বৃদ্ধি পেলে: বিক্রয়মূল্য = ১৫ + (১৫ × ২০%) = ১৮ টাকা
এককপ্রতি ২ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায়, পরিবর্তনশীল ব্যয় = ৫ + ২ = ৭ টাকা
মুনাফা = (৪,০০০ × ১৮) – ২০,০০০ – (৪,০০০ × ৭) = ৭২,০০০ - ২০,০০০ - ২৮,০০০ টাকা = ২৪,০০০ টাকা
∴ মোট লাভ বৃদ্ধি পেল = (২৪,০০০ - ২০,০০০) টাকা = ৪,০০০ টাকা

১৬. বিক্রয়ের ওপর মুনাফার শতকরা হার = $\frac{\text{মোট মুনাফা}}{\text{নিট বিক্রয়}} \times ১০০ = \frac{৩৫,০০০}{২,৮০,০০০} \times ১০০$ = ১২.৫%

১৭. ১ ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় = $\frac{২০০}{১০}$ = ২০ টাকা ∴ বিক্রয়মূল্য (প্রতি ইউনিট) = $\frac{২০}{(১০০ - ২০)} \times ১০০$ = ২৫ টাকা

২১. কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব = শেয়ার মূলধন + শেয়ার অধিহার = ১,০০,০০০ + ১০,০০০ × ২ টাকা = ১,২০,০০০ টাকা

২৩. মোট মজুরি = (৫০,০০০ – ২,০০০) × ৫/৪ = ৬০,০০০ টাকা। বকেয়া মজুরি = (৬০,০০০ × ১/৫) = ১২,০০০ টাকা

৩০. কোম্পানির নিট নগদ প্রবাহ = ৫,০০,০০০ + ২,২০,০০০ + ৩,০০,০০০ – ১,০০,০০০) টাকা = ৯,২০,০০০ টাকা।

৮৫. বরিশাল বোর্ড-২০১৬

১	M	২	N	৩	N	৪	L	৫	K	৬	L	৭	M	৮	N	৯	K	১০	K	১১	N	১২	*	১৩	L	১৪	K	১৫	K	১৬	K	১৭	L	১৮	L	১৯	M	২০	N

২১	L	২২	N	২৩	M	২৪	N	২৫	L	২৬	L	২৭	N	২৮	L	২৯	*	৩০	M	৩১	M	৩২	*	৩৩	M	৩৪	N	৩৫	L	৩৬	L	৩৭	L	৩৮	M	৩৯	K	৪০	N

* ১২ সঠিক উত্তর: খ + ঘ। * ২৯. সঠিক উত্তর নেই। * ৩২ সঠিক উত্তর নেই।

eÅvLÅv : ২. চলতি দায় = চলতি সম্পদ ÷ চলতি অনুপাত = (১,০০,০০০ ÷ ২) = ৫০,০০০ টাকা।

ত্বরিত দায় = ত্বরিত সম্পদ ÷ ত্বরিত অনুপাত = (১,০০,০০০ ÷ ২.৫) = ৪০,০০০ টাকা।

∴ ব্যাংক জমাতিরিক্ত = চলতি দায় – ত্বরিত দায় = (৫০,০০০ – ৪০,০০০) = ১০,০০০ টাকা।

১২. কার্যস্ড়র পরিবর্তন হলে যে ব্যয়ের মোট ও একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তন হয় তাকে আধাপরিবর্তনশীল ব্যয় বলে। আধাপরিবর্তনশীল ব্যয়ের অপর নাম মিশ্র ব্যয়।

১৪. একক প্রতি স্থায়ী ব্যয় = (১২ × ৭৫%) = ৯ টাকা।

∴ মোট স্থায়ী ব্যয় = (৯ × ৬,০০০) = ৫৪,০০০ টাকা।

১৯. সমচ্ছেদ বিন্দু (একক) = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি অনুদান প্রান্ত}} = \frac{২৫,০০০}{(২০ - ৮)} = \frac{২৫,০০০}{১২}$ = ২,০৮৩ একক।

২৩. উদ্বর্তপত্রে বকেয়া চাঁদা = (১৫ × ১৫০) = ২,২৫০ টাকা।

৩৩. পরিচালন কার্যক্রমের নিট নগদ প্রবাহ = (নিট মুনাফা + প্রদেয় হিসাব বৃদ্ধি + মজুদ পণ্য হ্রাস – প্রাপ্য হিসাব বৃদ্ধি)

= (১,৩২,০০০ + ১০,০০০ + ৬,০০০ – ১২,০০০) = ১,৩৬,০০০ টাকা।

৮৬. বরিশাল বোর্ড-২০১৫

১	M	২	K	৩	M	৪	N	৫	M	৬	M	৭	N	৮	K	৯	K	১০	K	১১	L	১২	L	১৩	L	১৪	L	১৫	K	১৬	*	১৭	N	১৮	K	১৯	M	২০	N
২১	M	২২	L	২৩	L	২৪	N	২৫	N	২৬	K	২৭	K	২৮	K	২৯	M	৩০	M	৩১	N	৩২	M	৩৩	K	৩৪	K	৩৫	M	৩৬	L	৩৭	N	৩৮	N	৩৯	N	৪০	K

* ১৬. **সঠিক উত্তর:** ৪,০০০ টাকা।

eÅvLÅv : ৪. চলতি বছরের প্রদত্ত বেতন = (৬৪,০০০ – ৪,০০০) = ৬০,০০০ টাকা।

মোট বেতন = (৬০,০০০ ÷ ৩) × ৪ = ৮০,০০০ টাকা।

৬. সমাপনী ঋণ = ঋণ হিসাবের উদ্বৃত্ত + অতিরিক্ত গৃহীত ঋণ = (৫০,০০০ + ২০,০০০) = ৭০,০০০ টাকা।

১৩. একক প্রতি মূল্য = $\frac{\text{ক্রয় দরের যোগফল}}{\text{ক্রয় দরের সংখ্যা}} = \frac{২০ + ৩০}{২} = \frac{৫০}{২}$ = ২৫ টাকা।

২৬. পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের পরিমাণ = (খরিদ্দার থেকে প্রাপ্তি – সরবরাহকারীকে প্রদান – পরিচালন খরচ – আয়কর প্রদান)

= (১২,০০,০০০ – ৬,০০,০০০ – ১,৬০,০০০ – ৬০,০০০) = ৩,৮০,০০০ টাকা।

৩৫. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন = (১,২০,০০০ ÷ ৫) × ৪ = ৯৬,০০০ টাকা।

৩৮. উৎপাদিত একক = (মোট বিক্রয় + সমাপনী একক) – প্রারম্ভিক একক = (২০,০০০ + ৪,০০০) – ২,০০০ = (২৪,০০০ – ২,০০০) = ২২,০০০ একক।